শাহজাদপুরে গতকাল বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।

জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শাহ্ আজম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ বিভাগের চেয়ারম্যানরা রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন। পতাকা উত্তোলন শেষে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের স্মারক সংবলিত বেলুন ওড়ান এবং শান্তির প্রতীক সাদা পায়রা অবমুক্ত করেন। এর

পর তিনি বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের কেক কাটেন।

এর পর রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার থিয়েটারে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। মুখ্য আলোচকের বক্তৃতায় উপাচার্য রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তার যোগদানের পর শিক্ষার্থীদের স্বার্থে যেসব উদ্যোগ নিয়েছেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য শুধু স্নাতক তৈরি নয়, শিক্ষার্থীদের আত্মমর্যাদাবান ও যোগ্য মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের লক্ষ্য। উপাচার্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি। উপাচার্য মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও রবীন্দ্র ভাবধারায় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তুলতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। আলোচনাসভা শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। এর আগে দুপুর সাড়ে ১২টায় উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন এসি কোস্টার বাস ও সম্প্রসারিত লাইব্রেরি সেবা উদ্বোধন করেন।

২০১৫ সালের ৮ মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪০তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১৬ সালের ২৬ জুলাই জাতীয় সংসদে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ৩টি বিভাগে মোট ১০৫ শিক্ষার্থী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ৩টি অনুষদে ৫টি বিভাগে স্নাতক কোর্স চলমান।